দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ......

... ক্যাম্পাসে

শিবির আবার সক্রিয়

বিশ্ববিদ্যালয় সংবোদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবির আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বুয়েটে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে ছাত্রী নিহত হওয়ার জের ধরে পুলিশি ধর-পাকড়ের ভয়ে ছাত্রদল ক্যাডারশূন্য ক্যাম্পাসে শিবির সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে।

ছাত্রশিবিরের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬টি আবাসিক হলের প্রতিটিতে ১শ' কর্মী হিসেবে পুরো ক্যাম্পাসে প্রায় দেড় হাজারের মতো নেতা-কর্মী ছাত্রশিবিরের রাজনীতিতে সক্রিয়। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু, জিয়া, জসিম উদ্দীন, এসএম ও শামসুন নাহার হলে তাদের নেতা-কর্মী সবচেয়ে বেশি। মাস দুয়েক আগে একবার ছাত্র-শিবির ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার-পোস্টার লাগিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের হাতে তখন তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে চুপ থাকে। ৮ই জুন বুয়েটে ছাত্রদলের বন্দুকযুদ্ধে ছাত্রী নিহত হলে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু করে। ছাত্রদল ক্যাডাররা এ সময় গা-ঢাকা দেয়। এ অবস্থায় শূন্য ক্যাম্পাস পেয়ে শিবির সক্রিয় হয়ে ওঠে। ছাত্রশিবিরের হল পর্যায়ের এক শীর্ষ নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলে, ছাত্রদলের রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলে আমরা খুশি।

শিবির ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

শিবির ঃ সক্রিয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাংগঠনিকভাবে এতে আমাদের লাভ হবে। এ অবস্থা আর কিছুদিন চললে আমরা ক্যাম্পাস দখলে নিতে পারব।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে শিবির ক্যাডাররা শাহবাগ এলাকায় নিয়মিত গোপন সাপ্তাহিক, মাসিক সভা করছে। হল পর্যায়ে সপ্তাহে দু'বার বৈঠক হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাক্ষিক ও মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিভাবে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি কর। যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। শিবির এসব কর্মকাণ্ড আন্ডারগ্রাউন্ডে করলেও শিগ্গিরই তারা প্রকাশ্য দলীয় কাজ শুরু করবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। ছাত্রদলের কট্টরপন্থীরা শিবিরকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করলেও উদারপন্থীরা আবার শিবিরবিরোধী। ছাত্রদলের এক কেন্দ্রীয় নেতাকে ক্যাম্পাসে শিবিরের বর্তমান কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান এবং নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন, নতুন কমিটি দেয়া হলে মন্তব্য করব।

শিবির নেতা-কর্মীরা এখন বাহ্যিকভাবে তাদের সংগঠনের বিপরীত আচার-আচরণ করে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে মিশে আছে। অনেকেই দাড়ি না রেখে জিন্স প্যান্ট পরে, এমনকি সিগারেট খায়।

শিবির সূত্রে জানা গেছে, দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশে তারা এভাবে চলছে। একই নির্দেশেই তারা নিজস্ব পরিচয় প্রকাশ করবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিগ্গিরই দু'একটি হলে তারা প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড শুরু করে তাদের ওপর কোন আঘাত আসে কি না, এলেও কোন ধরনের আঘাত বা আদৌ প্রতিরোধ আসে কি না এগুলোর ওপর নির্ভর করে ক্যাম্পাসে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে।